নড়াইলের দুটি আসন

আ'লীগ মরিয়া ফিরে পেতে বিএনপিও চায় ধরে রাখতে

রিপোর্ট : **মামুন রহমান**

মাত্র দুই আসনের জেলা নড়াইলে আগামী নির্বাচনে জোর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে বড় দু' দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কিংবা তাদের নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য নির্বাচনী জোট। একসময় আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত নড়াইলের দুটি আসনই বর্তমানে বিএনপি জোটের দখলে। এই অবস্থায় একদিকে আওয়ামী লীগ চায় আসন দুটি পুনরুদ্ধার করতে, অন্যদিকে বিএনপিও চায় যেভাবেই হোক বিজয় ধরে রাখতে।

আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে অনেক আগে থেকেই মাঠে নেমেছেন আওয়ামী লীগও বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের কয়েক ডজন প্রার্থী। তাদের বেশিরভাগই বড় দু'দল থেকে মনোনয়ন চাইবেন। এ লক্ষ্যে তারা বর্তমানে ব্যাপক গণসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন, যথাসম্ভব তৎপরতা চালাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তারা যে যার সাধ্যমত নিজ নিজ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি গ্রুপিং-লবিংও করছেন। সবমিলিয়ে নড়াইল জেলার সর্বত্র এখন জোরেশোরেই নির্বাচনী হাওয়া বইছে।

সরেজমিন নড়াইল ঘুরে জানা যায়, দেশের এই ছোট জেলার দুটি আসনেই সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগের ভিতটা বেশি শক্তিশালী। ব্যাপকভাবে দলীয় দাপটের জন্য এ জেলাকে আওয়ামী লীগের একটি অন্যতম দুর্গ বলা হয়ে থাকে। যেমন- গত ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় বিপর্যয় হলেও নড়াইলের দুটি আসনেই জিতেছিলেন দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা। পরে অবশ্য তিনি আসন দুটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। উপনির্বাচনে চারদলীয় জোটের প্রার্থীরাই দুটি আসন জিতে নেন। তাই আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে দুটি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে আছে। অপরদিকে বিএনপিও যেকোনোভাবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের 'ভেঙে পড়া' এই দুর্গে তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে চায়। তবে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে ব্যাপক গ্রুপিং-লবিং ও দ্বন্দ্ব থাকায় উভয় দলের হাইকমান্ডই বেশ চিন্তিত রয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, আওয়ামী লীগ হোক আর বিএনপি হোক সঠিক প্রার্থী নির্বাচনে একটু এদিক-ওদিক হলেই অর্থাৎ ভুল সিদ্ধান্ত নিলেই পরাজয়ের আশংকা জোরালো হয়ে উঠবে। তাই প্রধান দুটি দলের নীতি-নির্ধারকরা নড়াইলের দিকে সতর্ক নজর রাখছেন।

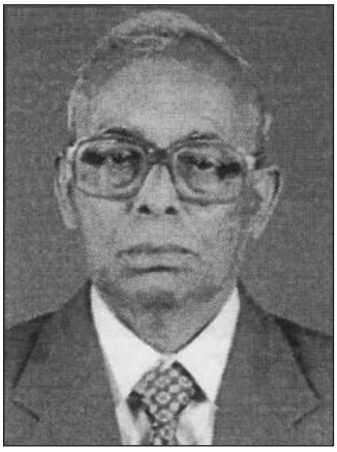

ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

বিমল বিশ্বাস

নড়াইল-১ : জেলা সদরের অংশবিশেষ ও কালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসন। ইতিপূর্বে ১৯৯২ ও '৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা জিতেছিলেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন নিয়ে তীব্র কোন্দলের কারণে ২০০১ সালের নির্বাচনে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। তখন এখান থেকে প্রার্থী হন স্বয়ং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু সেটিও মেনে নেননি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। দল ত্যাগ করে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন। ফলে বিএনপি তাকে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু নিজের সাবেক নেত্রীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে তিনি হেরে যান। ওই নির্বাচনে ৭৮ হাজার ২১৬ ভোট পেয়ে শেখ হাসিনা জয়ী হন। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা পান ৬১ হাজার ৪১৩ ভোট। তবে শেখ হাসিনা পরে এ আসনটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে বিএনপির টিকিটেই জিতে যান ধীরন্দ্রনাথ সাহা। উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুল হক।

কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর সেই যে তিনি এলাকা ছেড়েছিলেন আর নড়াইলমুখী হননি বলে অভিযোগ আছে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় ইদানীং তিনি আবার এলাকায় আসতে শুরু করেছেন। প্রার্থী হতে চান বলে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং দেন-দরবারও শুরু করেছেন। এ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে আরো প্রার্থী হতে চান দলের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট সুভাষ বোস, কালিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কবিরুল হক মুক্তি, সাবেক সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ও অধ্যক্ষ আবু সাঈদ। এদের মধ্যে কবিরুল হক মুক্তির মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ তিনি আওয়ামী লীগের এক সময়ের প্রভাবশালী নেতা এখলাস উদ্দিনের ছেলে। এখলাস উদ্দিন ১৯৭২ সালে এমপি ছিলেন। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের নির্বাচনী মহাজোট গঠিত হলে এ আসনে শরিক দল থেকেই যে প্রার্থী করা হবে তা জোর দিয়েই বলা যায়। কারণ সেক্ষেত্রে এ আসন থেকে নির্বাচন করার মতো দুজন জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা রয়েছে। তারা হলেন- ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বিমল বিশ্বাস ও জাসদের শরীফ নূরুল আম্বিয়া। জোটবদ্ধ নির্বাচনে এদের কেউ একজন প্রার্থী হলে ভোট চাইতেও সুবিধা হবে। কারণ কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ার সুবাদে তাদের মন্ত্রী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এমন আশার বাণী শোনানো যাবে ভোটারদের।

এদিকে বিএনপি আগামী নির্বাচনে এ

আসনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে পরিবর্তন আনতে পারে বলে শোনা যায়। কারণ বর্তমান সাংসদ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিএনপির মনোনয়নে জয়ী হলেও দলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলার পাশাপাশি দলে গ্রুপিং সৃষ্টির অভিযোগও ওঠেছে তার বিরুদ্ধে। তাই তাকে এবার মনোনয়ন দিলে দলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বলে মনে করা হয়। তবে তিনি এখনো হাল ছাড়েননি। এ আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে আরো যাদের নাম শোনা যায়, তারা হলেন- জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা বিএম বাকির হোসেন, সাবেক ছাত্রদল নেতা গৌতম মিত্র ও শিল্পপতি জাহাঙ্গীর আলম। এদের মধ্যে ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিবেচনায় মনোনয়নের দৌড়ে এবিএম বাকির হোসেন এগিয়ে রয়েছেন।

নড়াইল-২ : লোহাগড়া উপজেলা ও সদর উপজেলার একাংশ নিয়ে গঠিত নড়াইল-২ আসন। গত নির্বাচনে এ আসন থেকেও জিতেছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। দলীয় কোন্দল মারাত্মক আকার ধারণ করলে তিনি নড়াইল-১ আসনের মতো এখানেও তিনি প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। তিনি হারিয়েছেন বিএনপি জোটের প্রার্থী ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি শহিদুল ইসলামকে। শেখ হাসিনা পেয়েছিলেন ৯৭ হাজার ১৯৫ ভোট আর শহিদুল ইসলাম পেয়েছিলেন ৯৩ হাজার ৮১ ভোট। তবে শেখ হাসিনা পরে আসনটি ছেড়ে দিলে এটাও আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে যায়। মুফতি শহিদুল ইসলাম শেখ হাসিনার কাছে হারলৌ উপনির্বাচনে জিতে যান। উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন দলের জেলা যুগ্ম সম্পাদক ও পৌরসভার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন। পাশাপাশি মনোনয়নের আশায় নির্বাচনী তৎপরতার মধ্যে রয়েছেন- সাবেক সংসদ সদস্য শরীফ খসরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আবু বাকের, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন খান নিলু, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সাবেক পরিচালক শাহ আতিউর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ। এ ছাড়া বিরোধীদলীয় মহাজোট গঠিত হলে এ আসনে মনোনয়ন চাইবেন জাসদ নেতা শহিদুল ইসলাম ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা শেখ হাফিজুর রহমান। তবে এ আসনে আওয়ামী লীগে কোন্দলও রয়েছে। এ কারণে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিততে পারেননি। গতবার দলের ১৮ জন নেতা মনোনয়ন চেয়েছিলেন। এ নিয়ে বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত দলীয় সভানেত্রী নিজেই এখানে প্রার্থী হন। এবার কে মনোনয়ন পাবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, আওয়ামী লীগ নড়াইলে এখন আবার অনেক সুসংগঠিত। কিন্তু প্রার্থীতা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ বহু প্রার্থীর কোন্দল এড়াতে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিজেও গতবারের মতো দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। পাশাপাশি জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে অন্যদল থেকেও প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ আসনে চারদলীয় জোট তীব্র কোন্দলে জর্জরিত। জোটের টিকিটে উপনির্বাচনে বিজয়ী ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি শহিদুল ইসলামকে স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতারা কোনোভাবেই আর প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় না। মুফতি শহিদুল ও তার দল ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে বিএনপি-জামাতের সম্পর্ক অনেকটা সাপে-নেউলে সম্পর্কের মতো। মুফতি শহিদুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এমপি নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি চারদলীয় জোট নয়, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও নিজের প্রতিষ্ঠিত বিতর্কিত সংগঠন আল-মারকাজুল ইসলামের জন্যই কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত, এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে জঙ্গি কানেকশনের জোরালো অভিযোগ রয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, মুফতি শহিদুল ইসলাম তাদের পাশে দাঁড়ান না। ঘনিষ্ঠতাও রাখেন না। তিনি সব সময় নিজের সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এলাকার চেয়ে বিতর্কিত ওই সংগঠনের কাজে তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশেই বেশি যান। নেই। সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দের অর্থও তিনি আল-মারকাজুল ইসলামের কাজে ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আছে। সেজন্য জোটের প্রধান দুই শরিক বিএনপি ও জামায়াত নেতারা তার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। এ কারণে এবার তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না বলে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ধারণা। সে ক্ষেত্রে জোটের মনোনয়ন পেতে পারেন অন্য কেউ। লক্ষ্যে যারা তৎপরতা চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- সাবেক এমপি ও শিল্প ব্যাংকের পরিচালক অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট ইকবাল হোসেন শিকদার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের শিকদার ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা নূরুন্নবী জেহাদী। তবে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজন মনে করেন, নড়াইল-১ আসনের মতো এ আসনেও এবার আওয়ামী লীগের অবস্থা ভালো। বড় কোনো কিছু না ঘটলে আওয়ামী লীগ আসন দুটি ফিরে পাবে বলেই সাধারণ মানুষের ধারণা। তবে গত উপনির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগের এই দুর্গে প্রবেশ করা চারদলীয় জোটও যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে সেটিও নিঃসন্দেহ।

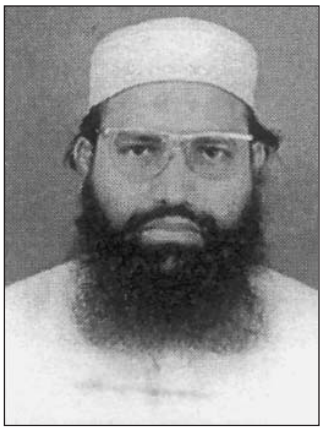

মুফতি শহীদুল ইসলাম

শরিফ নূরুল আম্বিয়া

আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে অনেক আগে থেকেই মাঠে নেমেছেন আওয়ামী লীগও বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের কয়েক ডজন প্রার্থী। তাদের বেশিরভাগই বড় দু'দল থেকে মনোনয়ন চাইবেন। এ লক্ষ্যে তারা বর্তমানে ব্যাপক গণসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন, যথাসম্ভব তৎপরতা চালাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তারা যে যার সাধ্যমত নিজ নিজ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি গ্রুপিং-লবিংও করছেন। সবমিলিয়ে নড়াইল জেলার সর্বত্র এখন জোরেশোরেই নির্বাচনী হাওয়া বইছে...